মনোজ মিত্র ও চাক ভাঙা মধু

সম্পাদনা
জয়শ্রী রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

MONOJ MITRA O CHAK BHANGA MADHU, Monoj Mitra and Chak Bhanga Madhu in New Perspectives by Dr. Jayasri Ray, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700 009, August : 2019 . ₹ 250.00

© অধ্যাপক তরুণ মণ্ডল

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
অগস্ট, ২০১৯

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
তন্ময় ভট্টাচার্য
বরানগর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ISBN : 978-93-88988-18-6

মূল্য : দুশো পঞ্চাশ টাকা

বইটি প্রকাশকালে আমার জীবনের পথপ্রদর্শক
পরম শ্রদ্ধেয় সজ্জন মহারাজের (আমার মামা) প্রয়াণ হয়।
সেজন্য বইটি তাঁর চরণযুগলে অঞ্জলি দিলাম।

মীনাক্ষী সিংহ, মঞ্জু সাহা; এঁদেরকে শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় মনোজ মিত্র, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মায়া ঘোষ তাঁদের ব্যস্ততা থেকে সময় বের করে আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন; এজন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এছাড়া বনানী চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট, প্রবীর প্রামাণিক, প্রসেনজিত দাস, শাওন নন্দী, অরুণ কুমার সাঁফুই, সোমা ভদ্র রায়, নির্মাল্য মণ্ডল, স্বপন কুমার আশ, টুনু রানী বেরা, মনোজ ভোজ, অভিজিৎ বিশ্বাস, স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী -প্রমুখ প্রাবন্ধিকদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ এই সংকলনটিকে বই হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

আমার সাধ্যমত নাটকটির বহুমুখী বিষয় আসয় নিয়ে বহুগুনীজনের সমন্বয়ে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। এরপরেও যদি কোন ত্রুটি বা খামতি থাকে নাট্যপ্রিয়জন, পাঠকবর্গ অবশ্যই নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করবেন। সবচেয়ে বেশি খুশি হব যদি এই গ্রন্থ ছাত্রছাত্রী, নাট্যগবেষক, নাট্যপ্রিয় পাঠকজনদের কিঞ্চিৎ কাজে আসে।

জয়শ্রী রায়

সহকারী অধ্যাপিকা
দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস
কলকাতা-২৬

বিষয় বিন্যাস

পঞ্চাশ বছর পরে ৯ সৌমিত্র বসু
নাট্যসৃজনের যাদুকর মনোজ মিত্র ১৫ অপূর্ব দে
বয়ে যাওয়া অনিঃশেষ জীবনের স্ফুলিঙ্গ...
মনোজ মিত্রের সৃষ্টি কথা ২৪ বনানী চক্রবর্তী
নাট্যকার মনোজ মিত্র ৩৩ তপন মণ্ডল
অভিনেতা মনোজ মিত্র ও তার অভিনয় চিন্তা ৪৮ গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট
আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মনোজ মিত্রের নাটক :
চাক ভাঙা মধু ৫৩ প্রবীর প্রামাণিক
মনোজ মিত্র : 'চাক ভাঙা মধু' (পুনর্বিচার) ৬১ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
'চাক ভাঙা মধু' : ব্যঞ্জনাগর্ভ সুসঙ্গত নাম ৬৭ প্রসেনজিত দাস
চাক ভাঙা মধু : শোষিত মানুষের এক চিরন্তন জীবনালেখ্য ৭১ মঞ্জু সাহা
মাপা হাসি চাপা কান্না : 'চাক ভাঙা মধু'র কৌতুক ৭৭ শাওন নন্দী
'চাক ভাঙা মধু : মঞ্চে নেপথ্যে' ৮৩ অরুণকুমার সাঁফুই
চাক ভাঙা মধু : নাটক থেকে নাট্যে ৯৫ জয়শ্রী রায়
স্মৃতি দুরবীনে - 'চাক ভাঙা মধু' ৯৮ মীনাক্ষী সিংহ
চাক ভাঙা মধু : সংলাপের দর্পণে ১০১ স্বপন কুমার আশ
'চাক ভাঙা মধু' : সংলাপের ভাষা ১০৭ লায়েক আলি খান
চাক ভাঙা মধু : প্রত্যাঘাতের পদাবলী ১১২ সুরঞ্জন মিদ্দে
নাট্যসমালোচনার প্রেক্ষিতে চাক ভাঙা মধু ১২০ মনোজ ভোজ

❑ চরিত্রচিত্রণ (১২৫ - ১৬৪)

বাদামি চরিত্র ১২৫ জয়শ্রী রায়
দাক্ষায়ণী : ভিন্ন ভাবনায়, ভিন্ন গদ্যে ১৩১ স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী
অঘোর : শ্বাপদের চেয়ে হিংস্র ১৩৭ স্বপন কুমার আশ
মাতলা—এক লড়াকু মানুষ ১৪১ সোমা ভদ্র রায়
প্রান্তিকতার নিজস্ব আলোকিত মাত্রা ও 'জটা' বৃত্তান্ত ১৪৬ নির্মাল্য মণ্ডল
সমাজ-বাস্তবতার গণিতের ছকে শঙ্কর চরিত্র ১৫৪ টুনু রানী বেরা
চাক ভাঙা মধু : প্রান্তজনের কথা ১৬১ অভিজিৎ বিশ্বাস

❑ সাক্ষাৎকার : জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্বের (১৬৫ - ১৯৯)

সাক্ষাৎকার — মায়া ঘোষ ১৬৭
সাক্ষাৎকার — অশোক মুখোপাধ্যায় ১৭৩
সাক্ষাৎকার — বিভাস চক্রবর্তী ১৮৬
সাক্ষাৎকার — মনোজ মিত্র ১৯৩
লেখক পরিচিতি ২০০

বলতে গিয়ে বলে, মাতলা ঘরে নেই— কেননা সে 'মেয়ের পায়েস খাতি সাধ হয়েছে' বলে হাটে গেছে— তখন, এই বুভুক্ষু পরিবারটির প্রতি মায়া হয় আমাদের। এই মিথ্যে আসলে হাসির আড়ালে রেখে যায় কান্না। একই রকম হাসির আবহ তৈরি করে মাতলাকে বলা জটার সংলাপ— 'আমরা যাচ্ছি বলে বাগানে। থলি গুড় গুড় কচ্চে তাই।' বাদামি অবাক হয়ে বলে— 'থলি?'... জটা বলে— 'হাঁ রে হাঁ, থলি। পাকুস্থলী।'... পেটের খিদে, সেই খিদে জ্বালা, এমন সব সস্তা হাসিতে স্বভাবতই ঢাকা পড়ে না। বাদামির পেটের ভেতরে 'রাক্কোস' নড়লে সে স্বস্তি পায়— নাহ্, বেঁচে আছে তার পেটের শত্তুর। বাইরের সমস্ত প্রতিকূলতা আর আরো বড় শত্তুরদের মুখে লাথি মেরে সে বেঁচে আছে।... মানবিক এই দৃশ্য দর্শকমনে গভীর রেখায় আঁকা হয়ে থাকে। যেমন আঁকা হয়ে থাকে বাদামির সানকি ভরে দুটো ভাত জোগাড় করে আনা আর ভাগ করে খাবার দৃশ্য।

মনে রাখার এই সমস্ত দৃশ্য জুড়েই সত্যি হয়ে ওঠে 'মাপা হাসি' আর তার অন্তরালে রয়ে যাওয়া চাপা কান্না। গরিব-ঘরের চেয়ে বাদামি-র এই সংলাপ তাই নাটকের শেষেও আমাদের তাড়া করে ফেরে— 'ও বাপ, তুমি না ওঝা! তোমার হাতের গুণ কী যে বাপ, দু'বার টান মেরে ফুঁক পাড়লি, তরতর করে পালায় বিষ... পালাবার পথ পায় না! মাঝে মাঝে সাধ হয় আমি বিষ খেয়ে তোমার হাতে ঝাড়ন হই... তোমার মতো গুণিনের হাতে...' দীনদরিদ্র মেয়ের এই অহংকারের ঐশ্বর্য কাড়বে কোন্ অঘোর? কোন্ শংকর? আর যাকে ঘিরে এই অহংকার, সেই মাতলা যখন বলে— 'জানিস রে ফুকনা বাপ আমারে নিজ হাতে ধরে গাছ গাছাড়ি ওধুধবিষুধ চেনায়ে গেছে। আজ থেকে থেকে শুধু তার কথা মনে পড়ে আর দু'খান হাত আমার লিসির-পিসির করে। তুরা যদি আমারে না ছাড়িস, বাপ আমার লরকে বসেও শান্তি পাবে নারে!'... তখন, এই বিষাক্ত সমাজের সরীসৃপ সঙ্কুল বেঁচে থাকার মধ্যেও, বিষহরি-র বিশ্বাস কোথাও চারিয়ে যায়। কৌতুকরসের আবেদনকে ছাপিয়ে ওঠে কান্না, আর কান্নাকেও ছাপিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে রয়ে যায় উত্তরণের স্বপ্ন। মানবতার উত্তরণ। গর্ভবতী বাদামির সম্ভাবনার মতোই, হাজারো যন্ত্রণার মধ্যেও যা ম্লান হয় না এতটুকু।

চাক ভাঙা মধু : মঞ্চে নেপথ্যে

অরুণকুমার সাঁফুই

১.

কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন,—'এক দশকে সংঘ ভাঙে।' গ্রুপ থিয়েটার ভাঙাগড়ার ক্ষেত্রে একথা সমান ভাবে সত্য। 'বহুরূপী' (১৯৪৮) নাট্যদল ভেঙে 'রূপকার' (১৯৫৫), 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ' (১৯৪৯) ভেঙে 'চলাচল' (১৯৬৩) ও 'পিপলস্ লিটিল থিয়েটার গ্রুপ (১৯৭১), 'নান্দীকার' ভেঙে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' (১৯৬৬) ও 'নান্দীমুখ' (১৯৭৭), 'গন্ধর্ব' (১৯৫৭) ভেঙে 'নক্ষত্র' (১৯৬৪), 'নক্ষত্র' ভেঙে 'থিয়েটার কমিউন' (১৯৭২), 'থিয়েটার কমিউন' ভেঙে 'শূদ্রক' (১৯৭৭) 'শুদ্রক' ভেঙে 'সংস্তব' (১৯৮৩) —এই একাধিক নাট্যদলের ভাঙন কবির বক্তব্যকে বাঙ্ময় করে তোলে। ১৯৬৬ সালের ১১ই জুলাই 'নান্দীকার' (১৯৬০) নাট্যদল ভেঙে ১৪জন[১] নাট্যকর্মী বেরিয়ে আসেন এবং এদের সঙ্গে আরো দুজন নাট্যকর্মী যুক্ত হয়ে ১৬ সদস্যের 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যদলের জন্ম হয়। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপে'র নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব নেন বিভাস চক্রবর্তী। কুমার রায় লিখেছেন,—"*১৯৬৬-র ১১ ই জুলাই ষোলজন ছেলে মেয়ে মিলে তৈরী হল থিয়েটার ওয়ার্কশপ। এঁদের মধ্যে চোদ্দজন ছিলেন নান্দীকার ছেড়ে আসা কর্মী। এই ছেড়ে আসাটা ওঁদের ভাষায় '....একটি যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু অপরিহার্য বিকল্প।' তখন নান্দীকারের যন্ত্রণাটাও দেখেছি। একটাই বৈশিষ্ট্য তখন নজরে পড়েছিল -তাঁরা কেউই কোলাহল করেননি। দু'দলই কাজটা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কাজ করবার মনটা এবং কাজ করতে যে আনন্দ তা অবশ্যই ছিল।*"[২]

'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যদল মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটক মঞ্চস্থ করেন ১৯৭২ সালে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ এই এই সাত বছরের 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যদলের নাটক নির্বাচন ও নির্দেশনার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যে, তাঁদের প্রত্যেকটি নাটক অভিনয়ের ভিতর দিয়ে সমাজের ভিন্ন স্তর দর্শিত হয়েছে। 'ললিতা' (১৯৬৬), 'জংলী' (১৯৬৭), 'ভিয়েতনাম' (১৯৬৭), 'ছায়ার আলোয়' (১৯৬৭), 'হাঁড়ি ফাটিবে' (১৯৬৯), 'চাই হৃদয় চাই' (১৯৭০), 'রাজরক্ত' (১৯৭১), 'চাক ভাঙা মধু' (১৯৭২) প্রভৃতি নাট্য প্রযোজনায় দেশের বঞ্চিত, শোষিত ও উপেক্ষিত মানুষের নানান সমস্যাগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। নাটক নির্বাচনে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ',—জঁ পল সার্ত্র, আন্তন চেকভ, শন ও' কেসি, উৎপল দত্ত, সত্যেন মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র এমনকি নির্দেশক অভিনেতা বিভাস চক্রবর্তী প্রয়োজনে দলের অভিনয়ের জন্য নাটক লিখেছেন। তাঁদের নাট্য প্রযোজনায় লক্ষ্য করা গেছে দীর্ঘ প্রস্তুতি, বিচার বিশ্লেষণ, নিষ্ঠা ও কলানৈপুণ্যের ছাপ। জীবনের নানা সংঘাত, সামাজিক সমালোচনা, তীব্র স্যাটায়ার ধর্মীতা, 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' তাঁদের নাট্যাভিনয়গুলি অত্যাচারির শোষণের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসবার প্রেরণা জুগিয়েছে এবং প্রতিবাদের জ্বালামুখ রচনা করেছে।